সাহাবায়ে কিরামগণ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن এর মর্যাদা

4-October-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا অর্থাৎ হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের ঈসারের (আত্মত্যাগের) প্রেরণা

মাকতাবাতুল মদীনার ২ খন্ড সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** যাতে উপদেশ মূলক ঘটনাবলী বিদ্যমান, এর **১ম** খন্ডের ৭৩ পৃষ্ঠার **১৭** নং ঘটনাতে রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আবু জাহাম বিন হোযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় আমি আমার এক চাচাত ভাইকে খোঁজ করছিলাম, আমার নিকট একটি পাত্রে এতটুকুক পানি ছিলো যে, যা এক ব্যক্তিই পান করতে পারবে। আমি চিন্তা করলাম, যদি তাঁর মধ্যে সামান্য প্রাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে তবে তাঁকে পান করাব এবং তা দিয়ে তাঁর চেহারা পরিষ্কার করবো। আমি যখনই তাঁর নিকট পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমি কি আপনাকে পানি পান করাবো? তিনি ইশারা করে বললেন: হ্যাঁ। তখনই হঠাৎ কারো আর্তনাদ শোনা গেল। আমার চাচাতো ভাই বললেন: এই পানি তাঁর কাছে নিয়ে যান। আমি দেখলাম যে, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভাই হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: নিন! আমি আপনাকে পানি পান করাচ্ছি, এমন সময় তিনিও আরেকজন আহত ব্যক্তির আর্তনাদের আওয়াজ শুনলেন এবং

ইশারা করে বললেন: এই পানি তাঁর কাছে নিয়ে যান। আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম, ততক্ষণে তিনি শাহাদাত বরণ করে নিলেন। অতঃপর আমি আবারো হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট ফিরে এলাম, দেখলাম তিনিও শাহাদাতের সুধা পান করে নিয়েছেন। এবার আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট এলাম, দেখলাম যে, তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মর্যাদাও কিরূপ উচ্চ ও মহান ছিলো, আঘাতে আঘাতে শরীর ছিন্নভিন্ন ও পিপারাও ছিলো চরম পর্যায়ের, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! এই পবিত্র আত্মাগণের ঈসারের (আত্মত্যাগ) প্রেরণার প্রতি! এই অবস্থায়ও অন্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কষ্টের এমন অনুভূতি ছিলো যে, নিজের পিপাসাকে কুরবান করে দিলেন। একটু ভাবুন তো, এরূপ আত্মভোলা অবস্থায়, যখন জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায় এবং প্রতিটি ব্যক্তি শুধু নিজের কথাই চিন্তা করে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগণের নিজের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে অপরের চিন্তাই কষ্ট দিচ্ছে যে, যদি আমি পান করে নিই তবে আমার মুসলমান ভাই পিপাসার্থ রয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এটি ঐ মহান শিক্ষা, উচ্চ হিম্মত এবং **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রতিফলই ছিলো, তাঁদের এরূপ উচ্চ গুণাবলীর কারণেই শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আজও হিদায়তের এই উজ্জল নক্ষত্রগণের বরকতময় আলোচনা মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করে এবং তাঁদের শান ও মহত্বের গীতের গুঞ্জন চারিদিকে শুনা যায়। আসুন! এবার এটাও শুনে নিন যে, **"সাহাবা"** কাকে বলে,

সাহাবীর পরিচিতি

হযরত আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: যে সৌভাগ্যবানরা **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঈমানের অবস্থায় দেখেছেন এবং ঈমানের উপরই মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই সৌভাগ্যবানদেরকে সাহাবী বলে। **(ফতহুল বারি, কিতাবুল ফাযাইলে আসহাবিন নবী, ৮/৩-৪)** এই সাহাবীদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। বর্ণিত আছে; বিদায় হজ্বে প্রায় একলক্ষ চৌদ্দ হাজার (১,১৪,০০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হজ্ব করার জন্য মক্কায়

একত্রিত হয়েছিলো এবং অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, বিদায় হজ্বে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان সংখ্যা প্রায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) ছিলো। (যুরকানি, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। মাদারিক ২য় খন্ড, ৩৮৭ এবং কারামাতে সাহাবা, ৫১ পৃষ্ঠা) সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর নাম জানা নেই এবং যাঁদের নাম জানা যায় (তাঁদের সংখ্যা) সাত হাজার (৭০০০)। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪০০ পৃষ্ঠা) (সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে) চার খলিফা (অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, সায়্যিদুনা ওসমানে গনী এবং সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ), এরপর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশশারা (**হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ ১০জন সাহাবা, যাঁদেরকে জান্নাতি বলে দুনিয়াতেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাঁদেরকে **"আশারায়ে মুবাশশারা"** বলা হয়।), হযরতে হাসানাঈন (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا), বদরী সাহাবী এবং বাইয়াতে রিদুয়ানের সাহাবীগণ ফযীলত প্রাপ্ত আর এসকল সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین নিশ্চিত জান্নাতি। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা) কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان উত্তম কর্ম, উন্নত চরিত্র এবং পরিপূর্ণ ঈমানের আলোচনা আর তাঁদেরকে দুনিয়াতেই ক্ষমা ও মাগফিরাত এবং আখিরাতের নেয়ামতের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। চিন্তা করুন! যাঁদের উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা** প্রশংসা করেছেন, তাঁদের মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অনুমান কেইবা করতে পারে। আসুন! এই পবিত্র ব্যক্তিত্বগণের সম্পর্কে কোরআনে পাকের কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করি, যেনো আমাদের অন্তরেও তাঁদের মহত্ব ও ভক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ৯ম পারার সূরা আনফালের ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّاؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِیْمٌ ۚ

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাঁদের **রবের** নিকট আর রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

১১তম পারার সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাঁদের প্রতি **আল্লাহ** সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট; আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান সমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, তারা সর্বদা এতে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

২য় পারার সূরা বাকারার ২১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اُولٰٓىِٕكَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۲۱۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তারা **আল্লাহ**র অনুগ্রহের প্রত্যাশী, আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়াবান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াত সমূহ দ্বারা এই সত্যটি দিনের আলোর ন্যায় প্রকাশ্য হয়ে যায় যে, **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অনেক উচ্চ শান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যাঁরা নিজের জীবনকে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীনে ইসলামের উন্নতির জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, আরবের এই বীরেরা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশেপাশে থেকে দ্বীনকে জীবিত করার জন্য এমন সব কুরবানি দিয়েছেন যে, যা ভূলা যায় না, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁদেরকে শুধু নিজের **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার জন্য আপন সন্তুষ্টি ও ক্ষমা এবং জান্নাতের অধিকারী করার মতো মহান নেয়ামত দান করেননি বরং তাঁদের অর্জিত দান এবং উপহারগুলো নিজের পবিত্র কালাম কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখও করেছেন, যেনো কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের অন্তরে তাঁদের মর্যাদা ও মহত্ব আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আয়াতে করীমা ছাড়াও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও আপন জবান মুবারক দ্বারা কখনোবা সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং কখনোবা নাম নিয়ে নিয়ে তাঁদের শান ও মহত্ব এবং মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

নেককার ব্যক্তিগণ

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكْرِمُوا اَصْحَابِيْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবাদের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِين) সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তি। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতবুল মানাকিব, ২/৪১৩, হাদীস নং-৬০১২) আরো ইরশাদ করেন: "خَيْرُ اُمَّتِيْ اَلْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) অতঃপর তাঁদের পরবর্তি লোকেরা (অর্থাৎ তাবেঈন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) অতঃপর তাঁদের পরবর্তি লোকেরা (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن)।" (মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস নং-২৫৩৫)

অনেক এমন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانও রয়েছেন, যাঁদের উন্নত কৃতিত্বের জন্য **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের শান ও মহত্ব নাম সহকারে কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোমল হৃদয় ও দয়ালূ ব্যক্তি, ওমর বিন খাত্তাব আমার উম্মতের মধ্যে সেরা এবং সবচেয়ে বেশি ন্যায় পরায়নকারী ব্যক্তি, ওসমান বিন আফফান আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল এবং সম্মানিত ব্যক্তি, আলী বিন আবী তালিব আমার উম্মতের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে বেশি বাহাদুর ব্যক্তি, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ আমার উম্মতের নেক এবং আমানতদার ব্যক্তি, আবু যর এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাহিদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী) এবং সৎ ব্যক্তি ছিলেন, আবু দারদা আমার সমস্ত উম্মতের মধ্যে বেশি ইবাদতকারী এবং খোদা ভীরু ব্যক্তি। আর মুয়াবিয়অ বিন সুফিয়ান আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও দানশীল ব্যক্তি। (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِين) (কানযুল উম্মাল, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৬৬৬) আরো ইরশাদ করেন: আমি আরববাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী, সালমান পারস্যবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী, সুহাইব রোমবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী এবং বিলাল হাবশার অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِين)। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৬৭২) আমার সাহাবারা

(رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) আমার নিকট সম্মানীত এবং প্রিয়, যদিওবা হাবশী গোলাম হোকনা কেন। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৬৭৪)

হিদায়াতের নক্ষত্র ও প্রদীপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কিরূপ শান ও মহত্ব র্বণনা করলেন এবং স্বয়ং **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চান যে, আমার উম্মত আমার সাহাবাগণের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) খুবই সম্মান ও আদব করুক। সুতরাং আমাদেরও সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি সত্যিকার ভালবাসা পোষণ করা উচিৎ এবং তাঁদের চরিত্র ও আচরনের উপর আমল করে নিজের জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ, কেননা তাঁরাই হলেন হিদায়াতের পথের উজ্জল নক্ষত্র, যাঁদের সম্পর্কে **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَصْحَابِیْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) হলো নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁকেই অনুসরন করবে হিদায়াত পাবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৮)

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ সুন্দর উদাহরণ, **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আপন** সাহাবাগণকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین হিদায়তের নক্ষত্র ইরশাদ করেছেন এবং অপর হাদীসে পাকে আপন আহলে বাইতগণকে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین নূহের কিশতী বলেছেন, সমূদ্রের মুসাফিরদের কিশতীর প্রয়োজন হয়ে থাকে, আর নক্ষত্র সমূহের পথপ্রদর্শন করারও মুখাপেক্ষী হয়। কেননা, জাহাজ নক্ষত্রের নির্দেশনাতেই সাগরে চলাচল করে। অনুরূপভাবে উম্মতে মুসলিমারা তাদের ঈমানী জীবনে পবিত্র আহলে বাইতদেরও رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین মুখাপেক্ষী এবং সাহাবায়ে কিরামগণেরও عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মুখাপেক্ষী, উম্মতের জন্য সাহাবাগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین অনুসরনেই হিদায়ত নিহিত রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৭৯)

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর, নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি।
(হাদায়িকে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি কাজ "ফজরের পর মাদানী হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাত্যিকার ভালবাসা জাগ্রত করতে এবং এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের শান ও মহত্ব জানতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করুন এবং ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"ফজরের পর মাদানী হালকা"**। যাতে ৩টি কোরআনের আয়াত অনুবাদ ও তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসিরে নূরুল ইরফান/ তাফসিরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪ পৃষ্ঠা) এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়া পাঠ করা হয়। ✯ ফজরের পর মাদানী হালকার বরকতে মসজিদ পূর্ণ হয়, ✯ কোরআনের তিলাওয়াত শুনার সুযোগ হয়, ✯ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন মাদানী ফুল কুঁড়ানোর সুযোগ হয়, ✯ কোরআনে পাঠ করা ও পড়ানো এবং বুঝা ও বুঝানো সম্পর্কে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (বুখারী, কিতাবুল ফযায়িলে কোরআন, ৩/৪১০, হাদীস নং-৫০২৭) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ফজরের পর মাদানী হালকার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

মাদানী বাহার

বাবুল মদীনার (করাচীর একটি এলাকা) মালির হালট এর এক ইসলামী ভাই ২৯ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরীতে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করেছিলো এবং ফজরের নামাযের পর ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইয়েরা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দীদারের বরকত অর্জন করছিলো। ইতিকাফের জাদুয়াল অনুযায়ী তখন শাজারায়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়া, আত্তারীয়া পড়ানো হচ্ছিলো, তখন সেই ইসলামী ভাই প্রথম সারিতে এসে বসলো। সকল ইসলামী ভাইয়েরা মিলে উচ্চ আওয়াজে শাজারায়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়ার দেয়ার পংক্তিগুলো পাঠ করছিলো, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক আলোচনা এলো তখন সে নিজের

বৃদ্ধাঙ্গুল চুমু খেয়ে চোখে লাগালো। হঠাৎ তার উপর তন্দ্রাভাব এলো, কপালের চোখ বন্ধ হতেই তার অন্তরের চোখ খুলে গেলো। সে দেখলো যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে পাঠরত সকল ইসলামী ভাই সোনালী জালির সামনে উপস্থিত। উপস্থিতরা শাজারায়ে আলীয়ার দোয়ার পংক্তিগুলো পাঠ করছিলো এবং আমাদের **প্রিয় আক্বা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আপন** হাত মুবারক উঁচু করে দোয়ার পংক্তিগুলোতে আমিন বলছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অতুলনিয় ভূমিকা এবং পবিত্র আচরণ, উম্মতের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ববহ, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مِثْلُ اَصْحَابِیْ فِیْ اُمَّتِیْ كَالْمِلْحِ فِی الطَّعَامِ لَا یَصْلَحُ الطَّعَامُ اِلَّا بِالْمِلْحِ অর্থাৎ আমার সাহাবাগণের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) উদাহরন আমার উম্মতের মাঝে খাবারে লবনের মতোই, কেননা লবন ছাড়া খাবার সুস্বাদু হয় না।" (শরহুস সুন্নাহ, কিতাবু ফাযায়িলে সাহাবা, ৭/৭৬, হাদীস নং-৩৮৬৩) অর্থাৎ যেমন লবন হয়ে থাকে সামান্য, কিন্তু খাবারকে সুস্বাদু বানিয়ে দেয়, তেমনই আমার সাহাবাগণ (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) আমার উম্মতদের মধ্যে সামান্য, কিন্তু সবার সংশোধন তাঁদের মাধ্যমেই হবে। ট্রেনের প্রথম বগি যা ইঞ্জিনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তা পুরো ট্রেনকে ইঞ্জিনের সুফল পৌঁছিয়ে থাকে, ইঞ্জিন তাকে টানে আর সব বগি তার মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৭৮)

সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও ফযীলতের আলোকে বলেন: যে ব্যক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হতে চায়, তার উচিৎ, সে যেনো ঐ লোকদের পথে চলে এবং তাঁদের অনুসরন করে, যাঁরা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, যাদের এখনো মৃত্যু আসেনি তাদের ব্যাপারে এটার সম্ভাবনা রয়েছে যে, দ্বীনের কোন ফিতনায় লিপ্ত হয়ে যাবে আর ঐ লোকেরা হলো **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان। এই ব্যক্তিত্বরা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন, সকল

উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেককার, তাঁদের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি গভীরতা সম্পন্ন এবং তাঁদের আমল কৃত্রিম ও প্রদর্শনি থেকে মুক্ত, তাঁরা ঐ সকল লোক, যাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সংস্পর্শ এবং দ্বীনের খেদমত করার জন্য নির্বাচন করেছেন, তাই তাঁদের মহত্ব ও উৎকর্ষ সম্পর্কে জানো, তাঁদের আচার আচরন ও পদ্ধতির অনুসরন করো, যেভাবেই সম্ভব তাঁদের চরিত্র অবলম্বন করো, কেননা নিশ্চয় এই লোকেরা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৭, হাদীস নং-১৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কিরূপ সুন্দরভাবে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে মাদানী ফুল দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক সাহাবী হিদায়তের ঝর্ণাধারা। কেননা পুরো উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামগণেরই عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ও সহচর্য দ্বারা উপকৃত হওয়া মর্যাদা অর্জিত হয়েছে এবং এই কারণেই তাঁদের এমন মহত্ব ও উৎকর্ষতা অর্জিত হয়েছে, যা সাহাবী নয় এমন কারো নসীব হতে পারেনা। যেমনটি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করা আমার কোন সাহাবীর সোয়া সের যব দান করা বরং এর অর্ধেকের সমানও হতে পারে না।"

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নবী, ২/৫২২, হাদীস নং-৩৬৭৩)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ আমার সাহাবী প্রায় সোয়া সের যব সদকা করে আর তাঁরা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান হোক সে গাউছ ও কুতুব বা সাধারণ মুসলমান, পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করে তবে তার সেই স্বর্ণ **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্য এবং কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে সাহাবীর সোয়া সেরের সমান মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না, এই অবস্থা রোযা, নামায এবং সকল ইবাদতেরই। যেখানে মসজিদে নববীর নামায অন্যান্য স্থানের নামাযের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুন বেশি (বেশি সাওয়াবের), তেমনি

যাঁরা **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য এবং দীদার পেয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে কি বলা যায় এবং তাঁদের ইবাদত সম্পর্কেই বা কি বলবো?

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৭৪)

ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ফয়েয দ্বারা উপকৃত হতে এবং নিজের অন্তরকে সাহাবীদের ভালবাসায় পূর্ণ করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দুনিয়া জুড়ে ১০৪টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সর্বদা ব্যস্ত। এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ",** যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নী ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়িকে এযাম যেমন মসজিদের ইমাম, খতিব এবং তরীকতের পীরগণ প্রভৃতিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা, মাদানী কাজে তাঁদের সাহায্য অর্জন করা, তাঁদের দোয়া নেয়া এবং সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসায় মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা, বিভিন্ন তারবিয়্যতী ইজতিমায় সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসার ছাত্রদের অংশগ্রহণ করানো, তাদের জন্য উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। **আল্লাহ তায়ালা "ওলামা মাশায়িকের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"**কে আরো উন্নতি দান করুক এবং আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব করুক। اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কোন মুসলমানের বড় বড় নেকীও সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ছোট্ট নেকীরও সমান হতে পারে না, তেমনিভাবে যে যত বড়ই অলী, গাউছ ও কুতুব হোক না কেন এবং তার থেকে যত অধিক কারামত প্রকাশ হোক না কেন, কিন্তু সে তবুও কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: উম্মতের সকল ওলামা ও আকাবিরগন এই মাসআলায় একমত যে, সাহাবায়ে

কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **"আউলিয়া থেকে উত্তম"** অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল আউলিয়া যদিওবা বিলায়তের মর্যাদার উচ্চ পর্যায়েও পৌঁছে যাকনা কেন, কিন্তু কোন ভাবেই সে সাহাবীর বিলায়তের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের প্রদীপের পতঙ্গদেরকে বিলায়তের মর্যাদার ঐ উচ্চ ও উচ্চতর স্থান দান করেছেন এবং ঐ পবিত্র ব্যক্তিত্বদেরকে এমন এমন মহান কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন, যা অন্য সকল আউলিয়ায়ে কিরামদের (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) জন্য এই উৎকর্ষতা অতিক্রমের কল্পনাও করা যাবে না। এতে সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে সেরূপ কারামত প্রকাশিত হয়নি, যেরূপ অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামদের (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) থেকে প্রকাশিত হওয়া বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, অধিকহারে কারামত প্রকাশিত হওয়া বিলায়তের ফযীলতের জন্য দলীল নয়, কেননা বিলায়ত মূলত **আল্লাহ তায়ালা**র সান্নিধ্যের নাম। **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্য যার যত বেশি অর্জিত হবে, ততবেশি তাঁর বিলায়তের মর্যাদা উচ্চতর হবে। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যেহেতু নবুয়তের দৃষ্টির তজল্লি ও ফয়যানে রিসালতের ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য, তাই **আল্লাহ তায়ালা** দরবারে সেই বুযুর্গদের যে নৈকট্য অর্জিত, তা অন্য কোন **আল্লাহ**র আউলিয়ার (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) অর্জিত নয়। যদিওবা সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিলায়তের মর্যাদায় অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামদের (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) চেয়ে অনেক বেশি উত্তম এবং উচ্চ ও উচ্চতর। (কারামতে সাহাবা, ৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান এতই অতুলনীয় যে, কেউই তাঁদের মর্যাদায় কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। এই পবিত্র ব্যক্তিত্বরা দ্বীনের উন্নতির জন্য নিজের প্রাণ ও আর্থিক কুরবানি পেশ করেন, দ্বীন ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের জন্য ঘর বাড়ি ছেড়ে সফরের কষ্টে কখনো ধৈর্যচ্যুত হননি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান, আমাদের হাতে কোরআনে করীমের আকৃতিতে **আল্লাহ তায়ালা**র বিধানাবলী এবং হাদীসে করীমার আকৃতিতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীসমূহও এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের রাতদিনের কষ্ট এবং চেষ্টার ফল। সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমাদের এই করুণাকারীদের ভালবাসা ও মহত্বকে নিজের অন্তরে স্থান করে দেয়া, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে নিজের

জীবনকে অতিবাহিত করা, তাঁদের প্রতি সামান্যতম বেআদবী ও উদ্ধত্য এবং অপমান করা থেকেও বিরত থাকা আর সর্বদা তাঁদের উত্তম আলোচনা করতে থাকা। ওলামারা বলেন: তাঁদের (সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) যখনই আলোচনা করা হয়, তখন উত্তমভাবে করাই ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৫২) মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুধুমাত্র তাঁর প্রতি ভালবাসার দাবি করাই যথেষ্ট নয় বরং তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আদব ও সম্মানও আবশ্যক, অন্যথায় এই ব্যক্তিত্বদের মন্দদিক আলোচনা করা **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ আবু আলি কাহতান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি কারখ এর জামে মসজিদ শরকিয়ায় প্রবেশ করলাম, আমি **সায়্যিদুল মুরসালিন, জনাবে রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম, তাঁর সাথে দু'জন লোকও ছিলো, যাঁদেরকে আমি চিনতাম না, আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সালাম আরয করলাম, কিন্তু **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উত্তর দিলেন না, আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার প্রতি রাতদিন এত এত বার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি আর আপনি আমাকে সালামের উত্তর প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করে দিলেন? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি আমার প্রতি তো দরূদ প্রেরণ করো এবং আমার সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করো। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার হাত মুবারকে তাওবা করছি, ভবিষ্যতে এরূপ করবো না। অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সালামের উত্তরে) ইরশাদ করলেন: وَعَلَیْکَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهٗ। (সাআদাতুদ দারাঈন, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হিদায়াতের পথের উজ্জল নক্ষত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা জানা গেলো! আমাদের **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে **তাঁর** পবিত্র সত্তার

প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার পাশাপাশি **তাঁর** সকল সাহাবায়ে কিরামগণেরও عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ভালবাসা পোষণ করা উচিৎ, **আল্লাহ**র পানাহ! এমন যেনো না হয় যে, কিছু সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি তো অত্যধিক প্রেম ও ভালবাসা প্রকাশ করবো আর অবশিষ্ট সাহাবীয়ে রাসূল عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি মনে মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভরা থাকবে, যদি এরূপ হয়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভিশাপ হবে। যেমনিভাবে-

আল্লাহ তায়ালার অভিশাপের অধিকারী

হযরত উয়াইম বিন সায়্যিদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবাগণের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) পছন্দ করেছেন, অতঃপর তাঁদের মধ্য থেকে আমার ওযীর, সাহায্যকারী এবং আত্মীয় বানিয়েছেন, فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ব্যস! যে তাঁদের গালি দিবে, তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা**, তাঁর ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, لَایَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** তার কোন ফরয কবুল করবেন না, কোন নফল কবুল করবেন না।" (আস সাওয়ায়িকিল মাহরিকা, ৪ পৃষ্ঠা)

আরো ইরশাদ করেন: আমার সাহাবাগণের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করতে থাকো, আমার পর তাঁদেরকে (নিজেদের অপবাদ এবং মন্দ আলোচনার) নিশানা বানিয়ো না, ব্যস যে তাঁদেরকে ভালবাসলো, তবে সে আমাকে ভালবাসার কারণেই এরূপ করলো এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করলো, তবে সে (মূলত) আমার সাথে বিদ্বেষের কারণে এরূপ করলো, যে তাঁদেরকে কষ্ট দিলো, সে আমাকে কষ্ট দিলো এবং যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো এবং যে **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো, অতিশীঘ্রই **আল্লাহ তায়ালা** তাকে পাকড়াও করবেন। (মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-২০১৪) অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: وَمَنْ اَسَاءَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ كَانَ مُخَالِفاً لِسُنَّتِیْ যে আমার সাহাবাগণের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) সম্পর্কে মন্দ কথা বললো, তবে সে আমার তরীকা

থেকে সরে গেলো وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তার ঠিকানা হলো আগুন আর এটি প্রত্যাবর্তনের খুবই মন্দ স্থান। (আর রিয়াদুন নদ্বরা, ১ম অধ্যায়, ১/২২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হাদীসের আদেশ অনুযায়ী **আল্লাহ তায়ালা**, ফিরিশতা এবং সকল লোকের অভিশাপের অধিকারী হওয়ার কারণ। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে বেআদবীকারী এবং তাদের সংস্পর্শে উপবিষ্টরা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে নিয়ে নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয় এবং মৃত্যুর সময় তাদের কলেমা পাঠ করা নসীব হয় না। যেমনিভাবে-

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সরহুস সুদুর"** এর ৯৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান মুহারিবি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কলেমা পাঠ করার তালকীন করা হলো, তখন সে বললো: আমি পাঠ করতে পারবো না কেননা আমার উঠা বসা এমন মন্দ লোকদের সাথে ছিলো, যারা আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا কে মন্দ বলার জন্য বলতো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৪০৩, নম্বর-৩৩৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! শায়খাইনে করীমাইন অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দিক ও ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর শানে বেআদবীকারীদের সংস্পর্শের এই শাস্তি হলো যে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হলো না।

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আশিকানে রাসূল ও সাহাবা ও আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কিরামের সংস্পর্শ অবলম্বন করা, ঐ মহান ব্যক্তিত্বদের প্রেমের প্রদীপ নিজের অন্তরে আলোকিত করে উভয় জগতের কল্যাণের অধিকারী হয়ে যাওয়া। **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের ভালবাসা কবর ও হাশরে খুবই কাজে আসবে। যেমনিভাবে-

সাহাবাদের ওসীলা কবরে কাজে এসে গেলো

মুফাসসিরে কোরআন, হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসিম বিন হিবাতুল্লাহ বিন সালামা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আমাদের একজন সম্মানিত ওস্তাদের একজন শাগরিদ মৃত্যু বরন করলো, তখন ওস্তাদ সাহের তাকে স্বপ্ন দেখলে জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ তায়ালা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। ওস্তাদ সাহেব জিজ্ঞাসা কররেন: মুনকার নকির তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? সে বলল: ওস্তাদ সাহেব! যখন মুনকার নকির আমাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার রব কে এবং তোমার নবী কে? তখন **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ইলহাম দান করলেন (অর্থাৎ আমার অন্তরে এই বিষয়টি প্রদান করলেন) যে, আমি যেনো তাদেরকে বলি: হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর ওসীলায় আমাকে ছেড়ে দিন। সুতরাং তারা উভয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। **(আল মুনতাযাম লি ইবনে জাওযী, নম্বর-৩০৯২। হিবাতুল্লাহ বিন সালামাতি, ১৫/১৩৮)(শরহুস সুদুর, ২৫৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় বরং এরূপ সৌভাগ্যবানদের কিয়ামতের দিন **আহমদে মুজতাবা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ নৈকট্যও নসীব হবে।

হুযুর ﷺ এর নৈকট্য লাভকারী সৌভাগ্যবান

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সাহাবী, স্ত্রীগণ এবং আহলে বাইতদের (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین) প্রতি ভক্তি পোষণ করে, তাঁদের মধ্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষন না করে এবং তাদের ভালবাসা নিয়ে দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করে, তারা কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় হবে।"

(আর রিয়াদুন নদ্বরা, ১ম অধ্যায়, ১/২২)

সাহাবাদের প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের জন্য নিফাক থেকে মুক্তির সুসংবাদও রয়েছে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" অর্থাৎ যে আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে ভাল কথা বললো, তবে সে নিফাক থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (আর রিয়াদুন নদ্বরা, ১ম অধ্যায়, ১/২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩টি মাদানী ফুল"** রিসালা হতে আংটি পরিধানের কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করছি। ❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস নং- ৬৩৮৩) ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম এবং যে পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) ❁ লোহার আংটি জাহান্নামিদের অলঙ্কার। (তিরমিযী, ৪/৬, হাদীস নং-১৭৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

আংটি সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**